দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ..... 30 JUN 2003
পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ..... ১ .....

অবহেলিত ডিগ্রী : উপেক্ষিত মান

স্নাতকের চেয়ে সম্মান দামী

মিথুন কামাল

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এবারও ইংরেজিতে সর্বোচ্চ ৬ নম্বর গ্রেস দিয়ে ডিগ্রী পাস ও সাবসিডিয়ারী পরীক্ষার ফলাফল বিপর্যয় ঠেকাতে পারেনি। গ্রেস দেয়ার পরও পাসের হার দাঁড়িয়েছে ২৪ দশমিক ৭৭। ডিগ্রী পরীক্ষায় এবার মোট পরীক্ষার্থী ছিল ১ লাখ ৮১ হাজার। পাস করেছে মাত্র ৪৪ হাজার ৮৬২ জন। গ্রেস দেয়ার পরও শুধুমাত্র ইংরেজিতে ফেল করেছে ২০ হাজার পরীক্ষার্থী। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী পাস ও সাবসিডিয়ারী কোর্সের ফলাফল বিপর্যয়ে ছাত্রছাত্রী, অভিভাবকসহ নানা মহলে ক্ষোভ ও শিক্ষার উচ্চস্তরের এই কোর্স নিয়ে হতাশার সৃষ্টি হয়েছে। সারা বাংলাদেশের ডিগ্রী কলেজগুলোর অধিকাংশ ভুগছে শিক্ষক সংকটসহ অন্যান্য নানা সমস্যায়। প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণের অভাবসহ ক্লাস গ্রহণ ও পরীক্ষা নেয়ার ক্ষেত্রেও রয়েছে নানা সমস্যা। আগে ডিগ্রী কোর্সের সময়সীমা ছিল দুই বছর। এখন নতুন সিলেবাসে তা দাঁড়াচ্ছে ৩ বছরে। এছাড়াও ডিগ্রী পাস ও সাবসিডিয়ারী কোর্সের ছাত্রছাত্রীদের সম্মুখীন হতে হচ্ছে সেশন জটের। আগের বছরগুলোতে পরীক্ষা নির্ধারিত সময়ে অনুষ্ঠিত হলেও গত দুই বছরে শ্লথগতি পরিলক্ষিত হচ্ছে। এ কারণে গত বছর যে সকল ছাত্রছাত্রী এইচএসসি পাস করেছে তারা এখনও ডিগ্রীতে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পাচ্ছে না। সেশন জট ও ডিগ্রী কোর্সের সময়সীমা ৩ বছর করায় ছাত্রছাত্রীরা ডিগ্রীর প্রতি উৎসাহ এবং আগ্রহ হারিয়ে ফেলছে। এতে প্রতি বছর কমে আসছে ডিগ্রী পরীক্ষার্থীর সংখ্যা। এক দশক আগেও এ পরীক্ষায় ৫/৬ লাখ পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করলেও বর্তমানে তা ২ লাখের নিচে নেমে এসেছে। আগে ডিগ্রী পাস করার পর মাস্টার্সে ভর্তি হওয়ার সুযোগ থাকলেও এখন তা আর সম্ভব হচ্ছে না। চাকরির ক্ষেত্রে আগের সেই কদর না থাকায় ছাত্রছাত্রীরা বিশেষ করে মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা ডিগ্রী কোর্সের পরিবর্তে ছুটছে অনার্সের দিকে। ডিগ্রী পাস ও সাবসিডিয়ারী কোর্স আর মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের তেমন আকৃষ্ট করতে পারছে না। তাছাড়া ডিগ্রীতে ভাল ফলাফলের জন্য যতটুকু পড়াশুনা করতে হয় ততটুকু অনার্সে প্রয়োজন হয় না। চাকরি পাবার ক্ষেত্রে ডিগ্রী পাস করা ছাত্রদের এখন আর কদর নেই। এসব কারণে ডিগ্রী পাস ও সাবসিডিয়ারী কোর্সের গ্রহণযোগ্যতা, প্রয়োজনীয়তা নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠেছে। মেধাবী ছাত্রছাত্রী সংকটের কারণে অনেক ডিগ্রী কলেজে অনার্স কোর্স খুলছে। বিশেষ করে শহরগুলোতে মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা অনার্স কোর্সে ভর্তি হওয়ায় তুলনামূলক কম মেধাবীরা উপায়ান্তর না পেয়ে ডিগ্রীতেই ভর্তি হচ্ছে। অন্যদিকে অনার্সে প্রাইভেট পরীক্ষা দেয়ার সুযোগ না থাকায় অনিয়মিত ছাত্রছাত্রীরা শুধুমাত্র রেজিস্ট্রেশন ও ফরম পূরণ করে ডিগ্রী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করছে। গ্রামের মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা শহরে এসে অনার্সে পড়াশুনা করলেও সুবিধার অভাবে অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী গ্রামের ডিগ্রী কলেজগুলোতেই ভর্তি হচ্ছে। এসব কারণে ডিগ্রীর মান কমে আসছে। এবং ফলাফলে বিপর্যয় ঘটছে। ডিগ্রীতে ফলাফল বিপর্যয়ের আরও একটি কারণ হলো সিলেবাসে আবশ্যিক ১০০ (একশত) নম্বরের ইংরেজি অন্তর্ভুক্তি। নিম্নমানের ও মধ্যমানের ছাত্রছাত্রীরা এমনিতেই কঠিন বিষয়গুলোতে হয় দুর্বল। তাছাড়া হাই স্কুল বা কলেজ লেভেলে অন্যান্য পরীক্ষায় তারা ইংরেজিকে উপেক্ষা করে চলে। প্রাথমিক বিদ্যালয়, হাই স্কুল কিংবা কলেজগুলোতে এক্সপার্ট ইংরেজি শিক্ষকের রয়েছে অভাব। এজন্যও ছাত্রছাত্রীরা ইংরেজী বিষয়ে তেমন ভাল ফলাফল করতে পারছে না। পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর সরকারী নজরদারি ছাত্রছাত্রীদেরকে ইংরেজির প্রতি আকৃষ্ট করতে যতটুকু ক্রিয়াশীল আমাদের দেশে তা যথেষ্ট নয়। ভারত, পাকিস্তানের ছাত্রছাত্রীরা দক্ষ ও শিক্ষিত কর্মী হিসেবে বিদেশে চাকরি নিতে আগ্রহী হলেও আমাদের ছাত্ররা শ্রমিক হিসেবে বিদেশে যেতেই বেশী পছন্দ করে।

আমাদের দেশে বাংলা ভাষার জন্য প্রয়োজনের অতিরিক্ত দরদ পরোক্ষভাবে ছাত্রছাত্রীদেরকে ইংরেজিতে ভীতগ্রস্ত করে তুলছে। গ্রামে-গঞ্জে ইংরেজিতে কথা বললে অনেকে 'বেশী পন্ডিত' বলেও কটূক্তি করছে। সামাজিকভাবে অনেক প্রতিবন্ধকতার কারণে এদেশের ছাত্রছাত্রীরা ইংরেজির প্রতি তেমন আগ্রহ দেখাচ্ছে না। তাছাড়া ছাত্রছাত্রীরা 'ইংরেজি কঠিন' এ বদ্ধমূল ধারণারও উর্ধ্বে উঠতে পারছে না। এ সকল সমস্যা কাটিয়ে আমাদের ছাত্রছাত্রীদেরকে ইংরেজির প্রতি আগ্রহশীল হতে হবে। তেমনি সামাজিক প্রতিবন্ধকতাও কাটিয়ে উঠতে হবে। সরকারীভাবে কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হবে। স্কুল-কলেজগুলোর শিক্ষকদের বিশেষভাবে প্রশিক্ষিত করতে হবে। ইংরেজির প্রতি সকল ছাত্রছাত্রীকে আকৃষ্ট হওয়ার নানা পন্থা বের করতে হবে। অন্য দিকে ডিগ্রী পাস ও সাবসিডিয়ারী কোর্সের মান বাড়াতে হবে ও চাকরিতে সুযোগ দিতে হবে। যাতে মেধাবীরা আর অনার্সের দিকে ঝুঁকে না পড়ে। অন্যথায় একদিন আর কেউ ডিগ্রীর প্রতি আকৃষ্ট হবে না। তখন বাধ্য হয়ে সরকারকে বন্ধ করতে হবে ডিগ্রী কোর্স। কাজেই সময় থাকতে নেয়া দরকার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ।